বিএনপি বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, বিএনপি বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না। তাই আমরা এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না। তবে আমরা এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চুয়াডাঙ্গা উপজেলার জীবননগর ইউনিয়নের মনোহরপুরে একাধিক পথসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে সেই কথাগুলো বলি যা বাস্তবায়নযোগ্য। যা সম্ভব নয়, বা অসম্ভব, সেটা আমরা বলি না। আমরা কৃষির উন্নয়নের কথা বলি, শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলি, তরুণ প্রজন্মের বেকারত্ব কমানো এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কথাই বলি।

তিনি আরও বলেন, বিগত ১৭ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী দলের নেতা-কর্মীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন। হামলা, মামলা, গুম এবং বিভিন্ন প্রলোভনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়েছে দেশের গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ভোটের মাধ্যমে যেটা নির্ধারিত হবে, তা হলো আগামী দিনে দেশের উন্নয়ন কী হবে। আর বেহেশতে যাওয়া, জান্নাতে যাওয়া এটা ব্যক্তিগত কর্ম। কেউ যদি কোরআন শরীফের আড়ালে ছোট ছোট প্রলোভন দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তবে জনগণ বুঝবে।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলতাফ হোসেন, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রিমন, মনোহরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতা-কর্মী।

আলমডাঙ্গায় গণ-অধিকার পরিষদের এমপি মনোনীত প্রার্থীর গণসংযোগ

আলমডাঙ্গায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে গণ-অধিকার পরিষদের এমপি মনোনীত প্রার্থী এ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান গণসংযোগ করছেন।

গতকাল শনিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নে, নুরুল হক নূরের নেতৃত্বে গণ-অধিকার পরিষদের চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ট্রাক মার্কার মনোনীত প্রার্থী এ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্বাচনের আগে কোন প্রকার হাঙ্গামা বা বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে, ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি করা যাবে না।

গণসংযোগের সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা গণ-অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব ইবনুর রশিদ মাসুক,

যুগ্ম আহ্বায়ক মুজিবুল মেম্বার, যুব অধিকার পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান হিরন, আলমডাঙ্গা যুব অধিকার পরিষদের প্রস্তাবিত সদস্য সচিব আব্দুল মমিন,

এছাড়াও আরও অনেক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে প্রার্থী কুমারী ও হারদি বাজারে গণসংযোগ করেন এবং উপস্থিত মানুষের সাথে কুশল বিনিময় ও দোয়া প্রার্থনা করেন।

দর্শনায় বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দর্শনায় ধানের শীষ প্রতীকে বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনা পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের শান্তিপাড়া এলাকায় এ গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এ নির্বাচনী প্রচারণায় দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ মোঃ মশিউর রহমানের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন।

গণসংযোগকালে মশিউর রহমান বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জননেতা মাহমুদ হাসান খান বাবু ভাইকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত করতে পারলে স্বাধীনতার পরবর্তী অবহেলিত এ অঞ্চলে শুরু হবে উন্নয়নের জোয়ার। চুয়াডাঙ্গা-২ এলাকা হয়ে উঠবে আশপাশের জেলার মধ্যে অন্যতম উন্নত এলাকা। আগামী নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করলে দেশে সূচিত হবে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত। তাই সবাই আসুন, বিএনপির পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ হই।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মাহবুবুল ইসলাম খোকন, রেজাউল ইসলাম; বিএনপি নেতা হাবিবুল্লাহ বিশ্বাস, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোর্শেদুর রহমান লিংকন, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, আল মুকিত, যুবদল নেতা মোমিনুল ইসলাম, সাব্বির রহমান, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফরাত হোসেন;

দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্যসচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, দর্শনা ডিএস মাদরাসা ছাত্রদলের সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন, ছাত্রদল নেতা আকাশ, ফয়সালসহ অন্যান্য নেতাকর্মী।

অন্যদিকে, দশর্না পুরাতন বাজার থেকে দশর্না পৌর বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি ও প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট এবং মোমিনুলের

নেতৃত্বে একটি টিম শহরের অলিগলি ঘুরে ভোট প্রার্থনা করেছেন। এ সময় তারা মাহমুদ হাসান খান বাবুর ছবি এবং ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটার মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটারজুড়ে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে মানববন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মনোনয়ন বঞ্চিত জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকরা।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেষ সীমানা খলিশাকুন্ডি নামক স্থান থেকে শুরু হয়ে আলমপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এ মানববন্ধনে অংশ নেন হাজার হাজার বিএনপির নেতাকর্মী। নেতাকর্মীরা বলেন, বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘ মানববন্ধন এই প্রথম এটি ইতিহাস হয়ে থাকবে।

উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপিসহ স্থানীয় নেতাকর্মীদের নেতৃত্বে গতকাল শনিবার বিকেল ৩টায় মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রমী এ মানববন্ধন গাংনী উপজেলাজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা দাবি করেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যিনি দীর্ঘ ১৭ বছর বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে ছিলেন না, মিথ্যা মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি। তাই এ মনোনয়ন বাতিল করে ত্যাগী, নির্যাতিত, নেতাকর্মী-বন্ধু জনপ্রিয় নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দিতে হবে। তাদের দাবি, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, স্বাধীনতার পর

থেকে দীর্ঘ ২৫ কিলোমিটারজুড়ে এত বড় মানববন্ধন বাংলাদেশে কোনো নেতাই করতে পারেননি। এই মানববন্ধন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মনোনীত প্রার্থী দীর্ঘ ১৭ বছর হামলা-মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি, দলীয় কোনো কর্মসূচিতেও অংশ নেননি। অথচ জনপ্রিয়তা ও ত্যাগের দিক থেকে জাভেদ মাসুদ মিল্টনই যোগ্য নেতা। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার কারাবন্দি হয়েছেন। তাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া অগ্রহণযোগ্য। অবিলম্বে মনোনয়ন বাতিল করে জনপ্রিয় নেতা মিল্টনকে দলীয় মনোনয়ন দিতে হবে।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক বলেন, অসহায়, দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষের নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন দীর্ঘ ১৭ বছর রাজপথে থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। সেই ত্যাগী নেতাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমার জীবনে এই প্রথম এত বড় মানববন্ধন দেখলাম। মনোনয়ন বঞ্চিত হওয়ার পরও হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে মিল্টনের পক্ষে এটাই প্রমাণ করে কে গাংনীর যোগ্য নেতা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধৈর্য ধরুন। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাকে সঠিক মনে করবেন তাকেই মনোনয়ন দেবেন। ধানের শীষের পক্ষে এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক বলেন, এই মানববন্ধন গাংনীর ইতিহাস হয়ে থাকবে। তারেক রহমানের ৩১ দফা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। ধানের শীষকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে হবে। মিল্টনকে ভালোবেসে আজ আপনারা যেভাবে রাস্তায় নেমেছেন তা কখনো ভুলবার নয়।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা

পারভীন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. সুমন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হারুন অর রশিদ বাচ্চু,

উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আমিনুল বারী মোতালেব, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী।

মেহেরপুরের উজলপুরে জামায়াতের গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত নির্বাচনী গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বাদ আসর কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামে এ গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব ও বক্তব্য দেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাস্টার জাবারুল ইসলাম এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা শূরা ও কর্মপরিষদের সদস্য ও কুতুবপুর ইউনিয়নের তত্ত্বাবধায়ক হাফেজ মোহাম্মদ জামিরুল ইসলাম।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আমীর মোঃ ইমদাদুল হক এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউনিয়ন সেক্রেটারি পারভেজ আহমেদ। এসময় কুতুবপুর ইউনিয়নের জামায়াতে ইসলামী নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্যে মাওলানা সোহেল রানা বলেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী, জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খানকে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিয়ে মেহেরপুর-১ আসন থেকে সংসদে পাঠাতে চাই। ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আপনারা দোয়া ও সহযোগিতা করবেন।

গণসংযোগ ও পথসভাটি এলাকায় নির্বাচনী উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তোলে।

দর্শনায় হরিজন সম্প্রদায়ের সাথে বিএনপির নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

দর্শনার আমতলা এলাকায় হরিজন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিএনপির নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক মাহবুবুল ইসলাম খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক মশিউর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিলে হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য আরও ভালো ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। বাংলাদেশ একটি সম্প্রীতির দেশ এ দেশে হিন্দু- মুসলমানসহ সব জাতি-ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। অতীতেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হরিজন সম্প্রদায়ের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও আমরা আপনাদের জন্য কাজ করে যাব।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল মোল্লা, বিএনপি নেতা হাবিবুল্লা বিশ্বাস, সাবেক সেনা সদস্য আব্দুল হামিদ, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, ছাত্রনেতা মোফা আরিফসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী।

হরিজন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে রংনাল, ভুইফোড়সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় পৌর জামায়াতের উদ্যোগে যুবকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

দর্শনা পৌর শাখা জামায়াতের উদ্যোগে যুবকদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বেলা দুইটার দিকে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের আমির ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি প্রার্থী মোঃ রুহুল আমিন। তিনি বলেন, যুবকরাই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যুবকদের কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পেলে সমাজ থেকে দুর্নীতি ও অপরাধ কমে যাবে। সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে যুব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তিনি সবাইকে দেশ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ, দর্শনা থানা শাখার সহকারী সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর শাখার আমির সাইফুল আলম অপু এবং পৌর যুব বিভাগের সভাপতি তানজিল।

মতবিনিময় সভাটি যুবকদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

গাংনীতে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ

হোসেনের বিশাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেনকে স্বাগত জানিয়ে গাংনীতে হাজারো মোটরসাইকেলের বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর মহাসড়কের বাওট এলাকা থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে গাড়াডোব ঘুরে গাংনী বাজারে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিএনপি নেতাকর্মীরা দাবি করেছেন, এর আগে গাংনী আসনে এত সংখ্যক মোটরসাইকেল নিয়ে কোনো প্রার্থী নির্বাচনী শোভাযাত্রা করেনি। তাদের মতে, এ শোভাযাত্রা মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

প্রায় ২০ কিলোমিটারজুড়ে হাজার হাজার মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ায় এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। এতে নেতাকর্মীদের মনোবল আরও চাঙা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনি বলেন, দলীয় দুঃসময়ে যিনি বিএনপিকে ধরে রেখেছেন, সেই প্রার্থী আমজাদ হোসেন মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে গণসংযোগ ও সভা-সমাবেশে মানুষের ঢল নামছে। ধানের শীষ প্রতীকে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শোভাযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ। শহর থেকে গ্রাম সবখানে জনগণ ধানের শীষের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং ৩১ দফা কর্মসূচি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির একটাই বলয় বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। দলের সবাই আমার আপনজন, আমার দরজা সবার জন্য খোলা। যারা এখনো দ্বিধায় আছেন, তাদেরও ধানের শীষের পক্ষে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী আমজাদ হোসেন,

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, উপদেষ্টা নাসির উদ্দীন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

শোভাযাত্রাকে ঘিরে গাংনীজুড়ে দিনজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

মুজিবনগরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেছে জেলা যুবদল ও ছাত্রদল।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামে এ গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির এবং মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান ভবেরপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দেন এবং ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।

কর্মসূচিতে বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে অটো-রিকশা চালকদের সাথে জামায়াতের সম্মেলন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর পৌর শাখার উদ্যোগে অটো ও রিকশা চালকদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এ সম্মেলনে পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে শতাধিক অটো ও রিকশা চালক অংশ নেন।

মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমীর সোহেল রানা ডলারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী তাজউদ্দীন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, জেলা নায়েবে আমীর মহাবুব উল আলম, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা সভাপতি আল আমিন বকুল, জেলা ব্যবসায়ী বিভাগের সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম, পৌর ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি সোহেল রানা এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা।

সম্মেলনে বক্তারা অটো ও রিকশা চালকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা, নিরাপদ সড়ক পরিবেশ সৃষ্টি, পুলিশ ও প্রশাসনের হয়রানি বন্ধ এবং সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তারা চালকদের সংগঠিত হয়ে আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের আহ্বান জানান।

দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।